ইউনিট ৯

সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ

ভূমিকা

রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হলো সরকার। সরকার রাষ্ট্রের চালিকা শক্তি। জনগণের মুখপাত্র হিসেবে সরকার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা– আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : আইন বিভাগ ও এর কার্যাবলি।
পাঠ-২ : শাসন বিভাগ ও এর কার্যাবলি।
পাঠ-৩ : বিচার বিভাগের গঠন, কার্যাবলি এবং স্বাধীনতা।

পাঠ-১ : আইন বিভাগ ও এর কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- আইন বিভাগ সম্পর্কে বলতে পারবেন ।
- আইন বিভাগের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

ভূমিকা

সরকার হলো রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি । জনগণের মুখপাত্র হিসেবে সরকার তার রাজনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করে । সরকারের মধ্যমেই রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যাবলি সার্থকরূপ নেয় । সরকারকে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যাবলি সাধন করার জন্য বহুবিধ কার্য সম্পাদন করতে হয় । সরকারের এ বহুবিধ কার্য মূলত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদন করে । যথা–

(১) আইন বিভাগ (২) শাসন বিভাগ এবং (৩) বিচার বিভাগ ।

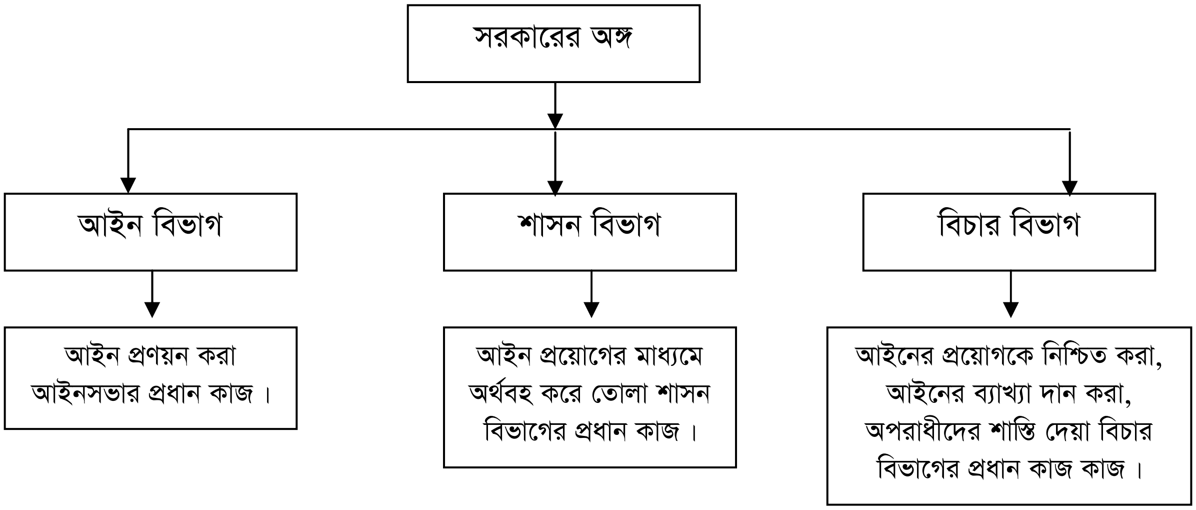

আইন বিভাগ

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ । বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে । জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজকর্ম নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য । গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগকে অন্যান্য বিভাগ থেকে শক্তিশালী মনে করা হয় । কারণ এটি সরকারের নীতি নির্ধারক যন্ত্র ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আইন সরবরাহকারী সংস্থা ।

আইন বিভাগের আইন প্রণয়নের ওপর সরকারের অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলি নির্ভরশীল । আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন না করলে অন্যান্য বিভাগগুলো কার্যকর হতে পারে না ।

অধ্যাপক গার্নারের মতে, “যে সমস্ত বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত ও বলবৎ করা হয়, তার মধ্যে আইন বিভাগের স্থান সবার উপরে ।”

বিভিন্ন দেশে আইনসভার কার্যাবলি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সরকার পদ্ধতির কারণেই আইনসভায় কার্যাবলি ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে । আইনসভার কার্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **আইন প্রণয়ন :** আইন সভার প্রধান ও অন্যতম কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, শাসনবিভাগ প্রয়োগ করে, বিচার বিভাগ বাস্তবায়ন করে। জনগণের ইচ্ছা ও জাতির আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়োজনে আইন সভা নতুন আইন তৈরি করে।

২। **আইন সংশোধন :** প্রয়োজনে আইনসভা রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রাচীন আমলের আইনকে বাতিল করে সেখানে নতুন আইন তৈরি করতে পারে। প্রচলিত আইনের সংশোধন করাও এ সভার গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৩। **সংবিধান রচনা :** আইনসভা সংবিধান রচনা করে থাকে। **১৯৭২** সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ 'গণপরিষদ' হিসেবে সংবিধান রচনা করেছিল, পরবর্তীতে আইনসভা হিসেবে কাজ করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন তৈরি করতে পারে, সংশোধনও করতে পারে, আবার বাতিল করতেও সক্ষম। সুতরাং আইন সভা সংবিধান রচনা ও সংশোধন করতে পারে।

৪। **জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে কাজ :** আইনসভা জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। জনপ্রতিনিধিরা আইনসভায় জনগণের অভাব অভিযোগ তুলে ধরে।

৫। **বিচার সংক্রান্ত কাজ :** আইনসভা কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। ব্রিটেনের আইনসভার উচ্চ কক্ষ লর্ড সভা সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে গণ্য হয়। আইনসভা তার নিজ সদস্যদের অসদাচারণেরও বিচার করতে পারে।

৬। **জনমত গঠন সংক্রান্ত :** আইনসভা জনমত গঠনের অন্যতম বাহক। আইনসভার সদস্যগণ সংসদের ভিতরে ও বাইরে সরকারের কাজের সমালোচনা, আলোচনা ও বির্তকের মধ্য দিয়ে জনগণকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে। এসব আলোচনা ও বিতর্ক তাদের করণীয় স্থির করে। এভাবে দেশে জনমত গঠিত হয়।

৭। **সমালোচনামূলক কাজ :** আইনসভা সমালোচনামূলক ভূমিকা পালন করে থাকে। আইনসভার বিরোধী দলীয় সদস্যরা সরকারের বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে সরকারের দোষ-ত্রুটি জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং সরকারকে সঠিক পথে চলার পথ নির্দেশ করে।

৮। **অনুসন্ধানমূলক কাজ :** আইনসভা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজ করে থাকে। অনেক সময় সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা ও ঘটনাবলি পর্যালোচনা করার জন্য আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে বিভিন্ন ধরনের কমিশন বা কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে।

৯। **অর্থসংক্রান্ত কাজ :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা অর্থ সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত সরকার কোন কর ধার্য, ব্যয় বরাদ্দ করতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারসমূহ প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষের দিকে পরবর্তী বছরের জন্য আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব বা বাজেট আইনসভায় পেশ করে থাকে। আইনসভার অনুমোদন ছাড়া কোন বিল পাস হয় না।

১০। **আলোচনা ও বিতর্ক :** আইনসভায় আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়। তাই আইনসভাকে জাতীয় বিতর্ক সভা বলা হয়। আলোচনা ও বিতর্কের ফলে সঠিক ও উন্নতমানের আইন ও শাসন সংক্রান্ত নীতি প্রণীত হয়।

১১। **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ :** কোন কোন দেশের আইনসভা কিছু নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান সাধারণত আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

সরকারের তিনটি বিভাগ রয়েছে, এর মধ্যে আইন বিভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আইন বিভাগের কাজ আইন প্রণয়ন করা, শাসন বিভাগের কাজ তা প্রয়োগ করা। বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে বিচারকে বাস্তবায়িত করা। আইন বিভাগ আইন তৈরি, সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত, সমালোচনামূলক, অর্থসংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত, অনুসন্ধানমূলক ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান–

(ক) শাসন বিভাগ খ) আইন বিভাগ

গ) বিচার বিভাগ ঘ) রাজতন্ত্র

২। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে নিয়ে গঠিত হয় –

(ক) আইন সভা খ) শাসন বিভাগ

গ) বিচার বিভাগ ঘ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। আইন বিভাগ বলতে কি বুঝায়?

২। আইন বিভাগকে সরকারের অন্যান্য বিভাগ হতে শক্তিশালী মনে করা হয় কেন?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। আইন বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা কর।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (ক)

পাঠ-২ : শাসন বিভাগ ও এর কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- ➡ শাসন বিভাগের স্বরূপ চিহ্নিত করতে পারবেন ।
- ➡ শাসন বিভাগের কার্যাবলির ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগ রাষ্ট্রীয় শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনা করে। শাসন বিভাগ সাধারণত শাসন সংক্রান্ত, বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত, বিচার সংক্রান্ত ও অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে। শাসন বিভাগের সকল কর্মচারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। এই অর্থে, শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের কর্মচারী ব্যতীত সরকারি কাজে নিয়োজিত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত হয় ।

গঠন ও কার্যাবলির ভিত্তিতে শাসন বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা (১) রাজনৈতিক শাসক (২) অ-রাজনৈতিক শাসক। রাজনৈতিক অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন । তারা তাদের সম্পাদিত কার্যাবলির জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। অন্যদিকে, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী স্থায়ী বেতনভুক্ত কর্মচারী অ-রাজনৈতিক অংশ ।

নিম্নে শাসন বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **শাসন সংক্রান্ত :** আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। রাষ্ট্রের আইনানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে অধিক জনকল্যাণ সুনিশ্চিত করাই শাসন বিভাগের প্রধান কাজ। এটি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। শাসন বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, অবসর প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, অধ্যাদেশ ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা শাসন বিভাগের দায়িত্ব। শাসন বিভাগ সুসংগঠিত সেনাবাহিনী গঠন করে, প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ।

২. **আইন সংক্রান্ত কাজ :** শাসন বিভাগ কিছু আইন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। শাসন বিভাগ আইনসভার অধিবেশন আহ্বান; স্থগিত ও বন্ধ ঘোষণা করতে পারে। জরুরি অবস্থায় শাসন বিভাগ অর্ডিন্যান্স জারি করার ক্ষমতাধারী। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ প্রত্যক্ষ ভাবে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে ।

৩. **অর্থসংক্রান্ত কাজ :** শাসন বিভাগ কিছু অর্থ সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। প্রতি বছর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের খতিয়ান সম্বলিত বাজেট শাসন বিভাগ তৈরি করে এবং আইন পরিষদে পেশ করে থাকে। আইনসভার সম্মতিক্রমে শাসন বিভাগ সাধারণত কর ধার্য, সেবামূলক কাজ সম্পাদন এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে অর্থ সংগ্রহ এবং তা ব্যয় করে থাকে ।

৪. **বিচার বিভাগীয় কাজ :** শাসন বিভাগ কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। বিচার বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত বিচারকগণের নিয়োগ সংক্রান্ত কাজ শাসন বিভাগই করে থাকে। শাসন বিভাগ কোন ব্যক্তিকে বা কোন প্রতিষ্ঠানের চরম শাস্তি মওকুফ বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাখে ।

৫. **জরুরি অবস্থা ঘোষণা :** প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। ঐ সময় রাষ্ট্র প্রধান আইনসভা স্থগিত করে জনগণের মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ।

৬. **জনকল্যানমূলক কার্যাবলি :** শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষ্টি, শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজ করে। এছাড়া শাসন বিভাগ পুনর্বাসন সংক্রান্তস্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

৭. **সামরিক কার্যাবলি :** রাষ্ট্র প্রধান পদাধিকার বলে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সর্বাধিনায়ক হিসেবে তিনি সেনা কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি, সেনাবাহিনী সংগঠন ও পরিচালনা করে থাকেন। কিছু রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজনবোধে সামরিক আইনও জারি করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

শাসন বিভাগ শাসন সংক্রান্ত, বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, আইন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। তাছাড়া শাসন বিভাগ জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলা সংক্রান্ত কিছু কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে। আধুনিক জনকল্যানকর রাষ্ট্রে শাসন বিভাগ জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইন অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করে।

(ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ (খ) বিচার বিভাগ

(গ) শাসন বিভাগ (ঘ) বিশেষ কার্যাদি বিভাগ

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শাসন বিভাগ বলতে কি বুঝায়?

২। শাসন বিভাগের কাজ কি কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। শাসন বিভাগের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ)

পাঠ-৩ : বিচার বিভাগের গঠন, কার্যাবলি এবং স্বাধীনতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বিচার বিভাগের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।
- বিচার বিভাগের কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন ।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম, দেশের সমস্ত বিচারকদের নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। বিচার বিভাগ বিচার পরিচালনা করে। অপরাধীকে শাস্তিদেয়া বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন' করাই বিচার বিভাগের দায়িত্ব। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য বিচার বিভাগ তার কর্তব্য পালন করে থাকে। অধ্যাপক ব্রাইস বলেন, "বিচার বিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা কোন সরকারের যোগ্যতা বিচার করার উপযোগী মানদণ্ড আর নেই।"

বিচার বিভাগের এখতিয়ার যথেষ্ট বিস্তৃত। গ্রাম্য আদালত হতে কেন্দ্রীয় সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার বিচার করা হয়। থানায় গ্রাম্য আদালত, জেলায় ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালত এবং কেন্দ্রে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত।

নিম্নে বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **বিচার সংক্রান্ত কাজ :** বিচার বিভাগ আইনকে বাস্তবায়িত করে। এ বিভাগ দেশের আইন মোতাবেক বিচার কার্য সম্পাদন করে। এটা ব্যক্তির সাথে, রাষ্ট্রের সাথে, প্রতিষ্ঠানের সাথে বিরোধের মোকাবেলা সম্পন্ন করে।

২. **আইন সংক্রান্ত :** বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে। প্রয়োজনে নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। আইনের এ ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. **শাসন সংক্রান্ত কাজ করা :** বিচার বিভাগ শুধু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে না। শাসন সংক্রান্ত কাজও করে থাকে। নাবালকের সম্পত্তি দেখা শোনা করা, বিদেশী নাগরিককে নাগরিকত্ব প্রদান করাও বিচার বিভাগের কাজ।

৪. **পরামর্শ সংক্রান্ত কাজ :** শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ, বিচার বিভাগের পরামর্শের প্রত্যাশী হয়। বিচার বিভাগ সেক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানগর্ভ শলা-পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করে থাকে।

৫. **জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা :** বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে। শাসন বিভাগের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগ একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এটা বিভিন্নভাবে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

৬. **তদন্ত সংক্রান্ত কাজ :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের সম্পত্তি ও জানগণের নিরাপত্তা দান করতে সরকার ওয়াদাবদ্ধ থাকে। ফলে রাষ্ট্রে যদি কোন অন্যায় বা জোর-জবরদস্তি, অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটে, সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ তদন্ত কাজ পরিচালনা করেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

৭. **সংবিধান সংরক্ষণ :** বিচার বিভাগ সংবিধান সংরক্ষণ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে।

৮. **ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা :** ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিচার বিভাগ মামলা পরিচালনার তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নথিপত্র দেখে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে অপরাধীর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। নিম্নলিখিত উপায়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়–

১. **যোগ্য ও উপযুক্ত বিচারক নিয়োগ :** বিচারকদের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা ও ন্যায় নীতির ওপর বিচার বিভাগ বহুলাংশে নির্ভরশীল। এজন্য দৃঢ়চেতা, নির্ভীক, প্রজ্ঞাবান, আইনজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান্য দেয়া প্রয়োজন।

২. **বিচারকগনের নিয়োগ পদ্ধতি :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকতে হবে। বিচারকগণ যেন আইন ও শাসন বিভাগের অনুকম্পা না পায়। স্থায়ী বিচারকমণ্ডলীর কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রধান দ্বারা বিচারকদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা হবে। এতে করে সত্যিকার অর্থে বিজ্ঞ, সৎ ও ন্যায়নীতিবান ব্যক্তিরা বিচারক হিসেবে আসীন হবেন।

৩. **কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি :** বিচারকদের কার্যকাল স্থায়ী হতে হবে। একবার নিয়োগ করলে তার কার্যকালের মধ্যে জুডিসিয়াল সার্ভিসের সুপারিশ ছাড়া তাকে অপসারণ করা যাবে না।

৪. **উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা :** বিচারকদের উপযুক্ত বেতন ও মর্যাদা দিতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে কোন হীনমন্যতা কাজ না করে। বিচারকগণ যাতে যথাযথ মর্যাদা সহকারে জীবন যাপন করতে পারে সে দিকে রাষ্ট্রকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সংরক্ষণ :** সরকারের অন্যান্য বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র-স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে, যাতে করে বিচারকগণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন।

৬. **বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা :** বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা থাকতে হবে। বিচারকগণের মতামতকে সকলের উপরে স্থান দিতে হবে। সংবিধানের ব্যাখ্যা, আইন বিষয় মতামত ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাধ্যান্য দিতে হবে। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতি সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং জনগণের শ্রদ্ধা থাকতে হবে।

উপরিউক্ত দিকগুলো যদি সঠিকভাবে পালন করা যায়, তবেই বিচারকদের স্বাধীনতা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যাবে।

সারসংক্ষেপ

বিচার বিভাগ বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' বিচার বিভাগের কাজ। গ্রাম্য আদালত থেকে শুরু করে জেলায় দেওয়ানি ও ফৌজদানি আদালত, কেন্দ্রে হাইকোর্ট ও আপিল আদালত নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। বিচার বিভাগ, আইন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত, তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলিসহ জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, সংবিধানের রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কাজ –

(ক) আইন বিভাগের (খ) শাসন বিভাগের

(গ) বিশেষ কার্যাদি বিভাগের (ঘ) বিচার বিভাগের

২। বিচার বিভাগ গঠিত হয় -

(ক) দুই স্তরের আদালত নিয়ে (খ) তিন স্তরের আদালত নিয়ে

(গ) চার স্তরের আদালত নিয়ে (ঘ) পাঁচ স্তরের আদালত নিয়ে।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বিচার বিভাগের শাসন সংক্রান্ত কাজ কি?

২। বিচার বিভাগের তদন্তমূলক কাজ কি?

(গ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিচার বিভাগের কার্যাবলি আলোচনা করুন।

২। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় কি কি?

(ক) উত্তরমালা

১। (ঘ), ২। (ক)